ঢাকার বেগুনবাড়িতে ভবন ধ্বসে এবং পুরনো ঢাকার নিমতলীতে ইতিহাসের ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে নিহতদের স্মরণে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি। গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি।

দ্বিতীয় বর্ষ
দ্বিতীয় সংখ্যা
০১.০৬.২০১০
শুভেচ্ছা মূল্য ৫ টাকা

সঞ্চালক, মুন্সীগঞ্জ কর্তৃক প্রকাশিত

নাট্য-সংস্কৃতি পত্র ৬

ভারতে শিশু নাটক মঞ্চায়ন করলো সঞ্চালক নাট্যচর্চা কেন্দ্র

গত ২৬-৩০ জানুয়ারী,২০১০ ভারতের বেরিলি ইউপিতে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া কালচারাল এসোসিয়েশন আয়োজিত ৫ম আন্তর্জাতিক থিয়েটার ফেস্টিভ্যালে পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশন এর সার্বিক সহযোগিতায় সঞ্চালক নাট্যচর্চা কেন্দ্র অংশগ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে সঞ্চালকের ১৪ সদস্যদের একটি দল সাধারণ সম্পাদক আঞ্জুমান আরার নেতৃত্বে ২২ জানুয়ারি, ২০১০ ভারতের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করে। উৎসবে ২৭ জানুয়ারি, ২০১০ ইং তারিখে রাকেশপাল বাহাদুর ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্সস্টিউট মিলনায়তনে এবং ২৯ জানুয়ারি, ২০১০ ইং তারিখে সঞ্জয় অডিটোরিয়ামে আলমগীর মাহমুদ রচিত ও ফারজানা আশ্রাফী নির্দেশিত শিশু নাটক 'খেলা' মঞ্চায়ন করে। দুটি প্রদর্শনী ব্যাপক ভাবে প্রশসিংত হয়। প্রদর্শনী শেষে স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা ও ইটিভি (উর্দু) নির্দেশকের স্বাক্ষাতকার গ্রহণ করে তা প্রচার করে। উৎসবে ভারতের সকল প্রদেশ থেকে একটি করে দল এবং আয়ার্‍্যালন্ড, অস্ট্রেলিয়া এবং ইংলান্ডের দল অংশগ্রহণ করে। অল ইন্ডিয়ান কালচারাল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট মিঃ জে সি পালিওয়াল দলকে শুভেচ্ছা স্মারক, মেডেল, সার্টিফিকেট এবং পাঞ্চাল রত্ন এওয়ার্ড প্রদান করেন। গত ০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখে দলটি দেশে ফিরে আসে। এ উৎসবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সঞ্চালক নাট্যচর্চা কেন্দ্র মুন্সীগঞ্জের তথা বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ইতিহাস বিশ্ব দরবারে গর্বের সাথে তুলে ধরতে পেরেছে। আলমগীর মাহমুদ, আঞ্জুমান আরা, আহমেদ ইউসুফ, মোঃ মিলন মিয়া, আহমেদ ইউসুফ, মোঃ শরীফ হোসেন, তানভির হাসান, মোঃ রাসেল, এইচ আর অনিক, হোসনে আরা বেগম, এম হোসেন আল মাকসুদ, মোঃ রাকিবুল হাসান ও আফিয়াহ হুমায়রা মাহমুদ শ্রেয় এ ভ্রমণে অন্তর্ভুক্ত ছিল। নাটক মঞ্চায়নের পাশাপাশি দলটি ২৮ জানুয়ারি, ২০১০ ইং তারিখের প্রকৃতির সৌন্দর্য নৈনিতাল ভ্রমণে যায় এবং ২৯ জানুয়ারি, ২০১০ আজমির শরীফ গমন করে খাজা বাবার মাজার জিয়ারত করে। এছাড়া কলকাতায় অবস্থান কালে সাইন্স সিটি ভ্রমণে যায়।

অল ইন্ডিয়ান কালচারাল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট জে সি পালিওয়াল এর সাথে

আয়ারল্যান্ডের নাট্যদলের সাথে সঞ্চালকের সদস্যবৃন্দ

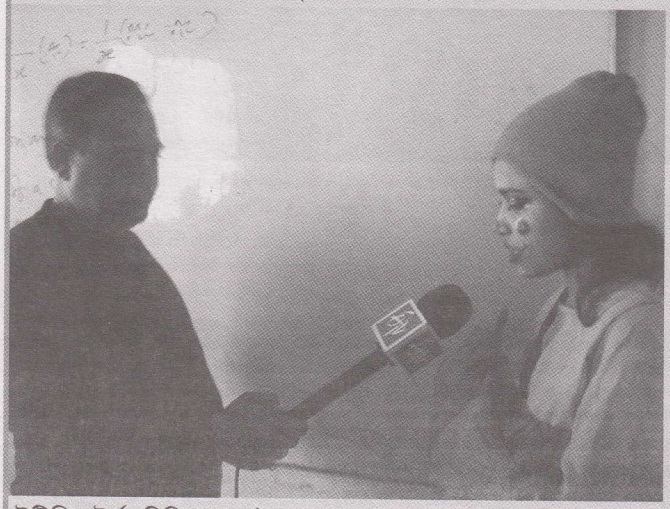
ইটিভি (উর্দু) টিভির জন্য স্বাক্ষাতকার গ্রহণ করা হচ্ছে নির্দেশকের

খেলা নাটকের একটি দৃশ্য

থিয়েটার সার্কেলের নতুন নাটক 'বাবা আদম ও বল্লাল রাজা'

গত ২ জানুয়ারী,২০১০ তারিখে থিয়েটার সার্কেল মঞ্চে আনল নতুন নাটক ৫১ তম প্রযোজনা 'বাবা আদম ও বল্লাল রাজা'। বিক্রমপুরের বিখ্যাত রাজা ও ধর্ম প্রচারক বাবা আদমের কাহিনী থেকে নাটকটি রচনা করেছেন এইচ কে আলমগীর স্বপন এবং নির্দেশনা দিয়েছেন মোঃ জাহাঙ্গীর আলম ঢালী। অভিয়ে জিতু চন্দ্র রায়, মনিরুজ্জামান মনির, নাজমা চৌধুরী, সুমি দাস শুভ্রা, সুমাইয়া আক্তার বৃষ্টি, এড. মজিবুর রহমান, শাহাবুদ্দিন মাস্টার, মুকুল রানী সাহা, তুষার চন্দ্র দাস, সাব্বির হোসাইন জাকির প্রমুখ।

জাতীয় পথ নাটক উৎসবে অংশগ্রহণ

বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশান আয়োজিত জাতীয় পথ নাটক উৎসবে মুন্সীগঞ্জের সবকটি নাটকের দল অংশগ্রহণ করে। উৎসবে থিয়েটার সার্কেল, মাইমোড্রামা, মুন্সীগঞ্জ থিয়েটার 'লাশ নিয়ে খেলা', অনিয়মিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী 'ভন্ডামী' এবং সঞ্চালক নাট্যচর্চা কেন্দ্র 'ভেংচা.কম' প্রদর্শন করে।

আলোর প্রতিমা বন্ধু সংসদের বৃত্তি প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

গত ২১ মে,২০১০ ইং তারিখে আলোর প্রতিমা বন্ধু সংসদ জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সংগঠনের সভাপতি জনাব মতিউল ইসলাম হিরুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আজিজুল আলম। অনুষ্ঠানে দশ জন গরীব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়। বৃত্তি প্রদানের পর আয়োজিত সঙ্গীতানুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন শিল্পী আনোয়ার হোসেন, মোঃ জাহিদ হাসান নিরব, মৌসুমী, জয়া, মোঃ রফিকুল ইসলাম বাবু। ক্ষুদে শিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মাহবুব আলম জয়।

জাতীয় লোকজ উৎসবে সঞ্চালকের অংশগ্রহণ

গত ১৩ ফেব্রুয়ারি হতে ১৪ মার্চ , ২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশ লোককারুশিল্প ফাউন্ডেশন, সোনারগাঁ আয়োজিত জাতীয় লোকজ উৎসব'২০১০ তে সঞ্চালক নাট্যচর্চা কেন্দ্র অংশগ্রহণ করে। ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ ইং তারিখে লোকজ উৎসবের মঞ্চে মঞ্চায়ন করে ময়মনসিংহ গীতিকা কমলা অবলম্বনে পালা নাটক 'কমলা সুন্দরীর পালা'। দ্বীজ ঈশানের মূল পালা থেকে নাটকে রূপান্তর করেছেন আলমগীর মাহমুদ এবং নির্দেশনা দিয়েছেন আঞ্জুমান আরা। এতে অভিনয় করেন আলমগীর মাহমুদ, আহমেদ ইউসুফ, ফারজানা আশ্রাফী, মোঃ রাসেল, মিলন মিয়া, রাকিবুল হাসান, আঞ্জুমান আরা, এম হোসেন আল মাকসুদ (পাট্টু), মোঃ আবু কালাম। পোষাক আঞ্জুমান আরা, রূপসজ্জা ফারজানা আশ্রাফী এবং সঙ্গীত পরিচালনায় আলমগীর মাহমুদ। নাটকটি ব্যাপক ভাবে প্রশংসিত হয়।

স্বাধীনতা দিবসে সঞ্চালকের একাত্তরের আলোকচিত্র ও চিঠি প্রদর্শনী

২৬ মার্চ, ২০১০ ইং তারিখে জেলা শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে সঞ্চালক নাট্যচর্চা কেন্দ্র আয়োজন করে একাত্তরের আলোকচিত্র ও চিঠি প্রদর্শনীর। জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, প্রশাসনের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোটের নেতৃবৃন্দসহ সকল শ্রেণীর মানুষ প্রদর্শনী উপভোগ করেন।।

সংশপ্তক নারায়ণগঞ্জের ক্ষেপা পাগলার প্যাচালের ৩৫ তম মঞ্চায়ন

নারায়ণগঞ্জের নাট্যদল সংশপ্তক ক্ষেপা পাগলার প্যাচাল নাটকের ৩৫ তম মঞ্চায়ন উপলক্ষ্যে আলী আহমদ চুনকা মিলনায়তনের নিজস্ব মহড়া কক্ষে আয়োজন করে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে দলের সদস্যদের অভিনয়ের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। এস এম সোলায়মান রচিত নাটকটি নির্দেশনা দেন মোঃ সানাউল্যাহ।

নাটুয়া, নারায়ণগঞ্জ এর পথ নাট্য উৎসব

'জাগাও পথিকে ও যে ঘুমে অচেতন.....', এই শ্লোগানে নাটুয়া, নারায়ণগঞ্জ এবং এমবি টিম, নারায়ণগঞ্জ এর আয়োজনে গত ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১০ তারিখে নারায়ণগঞ্জ এর কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে অনুষ্ঠিত হলো দু'দিন ব্যাপী পথনাট্যোৎসব। উৎসব উদ্বোধন করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পী মঞ্জুশ্রী দাশ গুপ্তা। এছাড়া অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পথ নাটক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান, বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের অনুষ্ঠান সম্পাদক জনাব চন্দন রেজা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রফিউর রাব্বি, ভবানী শংকর রায়, এডভোকেট প্রদীপ ঘোষ বাবু, লিটন ভুঁইয়া, এবং এমবি গ্রুপের সভাপতি , মাসুদুল বাশার সাজু। উৎসবে একতা খেলাঘর আসর, 'অগ্নিফলক', চন্দ্রকলা থিয়েটার 'ওপেন ইউর আইস', এই বাংলায় 'সাগর লুট', উদীচী সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী 'কিচ্ছা', নাটুয়া 'যুদ্ধ স্বাধীনতা', সঞ্চালক নাট্যচর্চা কেন্দ্র, মুন্সীগঞ্জ 'ভেংচা.com', নাট্যযোদ্ধা, ঢাকা 'খ্যাতির বিড়ম্বনা', উন্মেষ সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ক্ষ্যাপা পাগলার প্যাচাল', সংশপ্তক নাট্যদল ফলাফল নিচাপ প্রদর্শন করে। বিপুল সংখ্যক দর্শক উপভোগ করে পথ নাটকগুলো।

সজিব শিশু উৎসবে সঞ্চালকের শিশু নাটক 'খেলা' মঞ্চায়ন

গত ১৭ মার্চ, ২০১০ ইং তারিখে ঢাকার কলাবাগান মাঠে আয়োজিত সজিব শিশু উৎসবে সঞ্চালক শিশু নাটক 'খেলা' মঞ্চায়ন করে। আলমগীর মাহমুদ রচিত ও ফারজানা আশ্রাফী নির্দেশিত এ নাটকে অভিনয় করেন আহমেদ ইউসুফ, মোঃ শরীফ হোসেন, মোঃ মিলন মিয়া, মনোয়ার হোসেন কৌশিক, তানভির হাসান ও ফারজানা আশ্রাফী। মেলায় আগত দর্শক ও শিশুরা নাটকটি দারুণ ভাবে উপভোগ করে।

চন্দ্রকলা থিয়েটারের পঞ্চম বর্ষ পূর্তি

চন্দ্রকলা থিয়েটারের পঞ্চম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে গত ০৭ মার্চ থেকে ১২ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত মহিলা সমিতি মিলনায়তন এবং সূত্রাপুরের জহির রায়হান সংস্কৃতি কেন্দ্রে আয়োজন করা 'তামাশা' নাট্য সপ্তাহ। গত ৭ মার্চ, ২০১০ মহিলা সমিতি মিলনায়তনে নাট্য সপ্তাহের উদ্বোধন করেন চ্যানেল ওয়ান এর ব্যাবস্থাপনা পরিচালক জনাব অধ্যাপক আব্দুল মাজেদ। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশানের চেয়ারম্যান জনাব লিয়াকত আলী লাকী, সেক্রেটারী জেনারেল জনাব ঝুনা চৌধুরী, এ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারী জেনারেল আক্তারুজ্জামান, বাংলাদেশ পথনাটক পরিষদের সভাপতি জনাব মান্নান হীরা এবং নাট্যকার ও নির্দেশক জনাব ম. আ. সালাম। নাট্য সাপ্তাহে সাতদিন এইচ আর অনিক রচিত ও নির্দেশিত 'তামাশা' মঞ্চায়ন করা হয়। এছাড়া গুণিজনদের সম্মাননা জানানো হয়। সম্মাননা প্রাপ্ত ব্যক্তির হলেন অভিনেতা জনাব কেরামত মাওলা, নাট্যকার ও নির্দেশক ম. আ. সালাম, সংগঠক, অভিনেতা ও নিদের্শক আলমগীর মাহমুদ, সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব (প্রয়াত) জহির আলম, নাট্য ব্যক্তিত্ব মামুনুর রশিদ মামুন। এছাড়া বিশেষ সম্মাননা জানানো হয় রত্নগর্ভা মায়েদের। যে সকল ছেলে-মেয়ে নাটকের সাথে জড়িত তাদের মায়েদের বিশেষ সম্মাননা জানিয়ে চন্দ্রকলা থিয়েটার বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো।

দনিয়ায় অনুষ্ঠিত পথনাটক উৎসবে ভেংচা মঞ্চায়ন

গত ২৩-২৪ মার্চ, ২০১০ ইং তারিখে বাংলাদেশ পথনাটক পরিষদ ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর যৌথ আয়োজনে দনিয়ার বর্ণমালা উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী পথ নাটক উৎসবে ২৪ মার্চ সঞ্চালক নাট্যচর্চা কেন্দ্র আলমগীর মাহমুদ রচিত ও নির্দেশিত 'ভেংচা.কম' মঞ্চায়ন করে।

স্টুডিও থিয়েটারে মঞ্চায়িত হলো নাটুয়ার একজন লক্ষ্মীন্দর

গত ১০ এপ্রিল,২০১০ ইং তারিখে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় নাট্যশালার স্টুডিও থিয়েটারে (৮ তলা) মঞ্চায়িত হলো নাটুয়া, নারায়ণগঞ্জ এর দ্বিতীয় প্রযোজনা 'একজন লক্ষ্মীন্দর'। মান্নান হীরা রচিত ও মোঃ পারভেজ শরীফ নির্দেশিত এ নাটকে অভিনয় করেন মুন্নি, মুক্তি, সাজু, রুমা, বিপ্লব আদির্ত, রাজন রায়, সুজিত, হরি চরণ, চন্দন, সারোয়ার জাহান, অপু বণিক, পারভেজ শরীফ, পরিতোষ সাহা, মাজাহার, কাওসার, সাব্বির, রিনা, তানিয়া, উত্তম, সবুজ।

স্টুডিও থিয়েটারে সঞ্চালকের পাহারাদার মঞ্চায়ন

গত ১১ এপ্রিল, ২০১০ ইং তারিখে জাতীয় নাট্যশালার স্টুডিও থিয়েটার সঞ্চালকের তৃতীয় মঞ্চ প্রযোজনা আলমগীর মাহমুদ রচিত ও আঞ্জুমান আরা নির্দেশিত 'পাহারাদার' মঞ্চায়িত হয়। অভিনয় করেন আলমগীর মাহমুদ, আহমেদ ইউসুফ, সাইফুল হক, নাসিমা আক্তার টগর, মোঃ রাকিবুল হাসান, নাদিম মাহমুদ, মোঃ রাসেল, আঞ্জুমান আরা, ফারজানা আশ্রাফী। মঞ্চ পরিকল্পনা ফয়েজ জহির, ধ্বনি প্রক্ষেপন মাসুম, আলোক প্রক্ষেপণ আকবর। সার্বিক সহযোগিতায় এইচ আর অনিক।

কাজী নজরুলের জন্ম জয়ন্তীতে আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলী

মঞ্চ ও নাটকে কবি কাজী নজরুল

- অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার সান্যাল

কবি কাজী নজরুল সাহিত্যের সবকটি জায়গায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন। আমরা এ সংখ্যায় কাজী নজরুলের অভিনয় জগত নামে একটি নিবন্ধ লেখার জন্য অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার স্যান্যাল মহোদকে অনুরোধ করেছিলাম। তিনি আমাদের কবি নজরুলের অভিনয় জগত সম্পর্কে একটি বিস্তারিত লেখা আমাদের দেন। আমরা সেখান থেকে শুধুমাত্র নজরুলের মঞ্চ নাটকের জগতটাকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমরা অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার স্যান্যাল মহোদয়ের নিকট গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ। -সম্পাদক

কবি কাজী নজরুল মাত্র ১২ বছর বয়সে অনেকটা পেটের তাগিদেই তিনি লেটো দলে ভর্তি হন। তিনি দলের ফরমায়েশ মত পালা (নাটক) ও গান রচনা করে দিতেন। এতে তাঁর বেশ কিছু রোজগার হত। তিনি প্রধানত নিমসা, চুরলিয়া ও রাখায়ুরা লেটো দলের জন্য পালা ও গান রচনা করতেন। তার চাচা বজলে করিম সাহেব এবং ওস্তাদ শেখ চাকর গোদা তাকে উৎসাহ দিতেন। এদের কাছে বসে নজরুল কিভাবে পালা ও গান লিখতে হয়, সুর দিতে হয় এবং গাইতে হয় তা শিখতেন। তাঁর চাচা বজলে করিম সাহেব ইন্তেকাল করলে তিনি নিমসা লেটো দলের পরিচালক হন। লেটোদলের সংস্পর্শে এসে নজরুল রামায়ন, মহাভারতসহ হিন্দুদের পৌরানিক গল্প এবং মুঘল বাদশাদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেন এবং রাজপুত্র, আকবর বাদশা, চাষার সঙ, ঠগপুরের সঙ, মেঘনাদ বধ, শকুনী বধ, যুধিষ্ঠির, দাতাকর্ণ, কবি কলিদাস, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ প্রভৃতি পালা রচনা করেন। এর মধ্যে মেঘনাদ বধ ও বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ সম্ভবত মাইকেল মধুসুদন দত্তের লেখা থেকে প্রেরণা পেয়ে লিখে থাকবেন। তরজমা-পাঁচালি-কবি গানের মত তখন লেটো গানেও ছিল খিস্তি খেউর ও অশ্লীলতার ছড়াছড়ি। নজরুলই লেটো গানে সেই আদি রসের পরিবর্তে প্রেম ও হাসির গানের এক ধারা রচনা করেন। তাছাড়া বিপক্ষ দলকে কোনঠাসা করার জন্য তখন লেটো দলে উর্দু, ফার্সি, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষা মিশিয়ে গান লেখা হতো। নজরুলও তা করেছেন।

পরিণত বয়সে এসে একজন নাট্য রসিক ব্যক্তি হিসাবে নজরুলের পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময় বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে তিনি নিয়মিত নাটক দেখতেন এবং পত্র পত্রিকার জন্য ব্যতিক্রমধর্মী কয়েকটি একাঙ্কিকা রচনা করেন। কৃষ্ণনগরে থাকাকালীন সময়ে তিনি প্রায়ই কৃষ্ণনগর থেকে বহরমপুরে নাটক দেখতে আসতেন। ১৩৩৩ সালের ১৪ই মাঘ জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে মঞ্চস্থ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ পরিচালিত ও অভিনীত 'নটির পূজা'-র মঞ্চায়ন দেখেন। ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত 'নওরোজ' পত্রিকায় প্রথম সংখ্যাতেই নজরুলের রূপক নাটক 'ঝিলিমিল' প্রকাশিত হয়।

১৯২২ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে তিনি নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার সঙ্গীত পরিচালক এবং সম্ভবত অভিনেতা হিসাবে কোলকাতার মিনার্ভা, মনমোহন থিয়েটার, নাট্য নিকেতন, নাট্য ভারতী প্রভৃতি নাট্যশালার সাথে জড়িত ছিলেন। ১৯২৮-২৯ সালে তিনি মনমোহন থিয়েটার সঙ্গীতাচার্য হিসেবে যোগ দেন। এই নাট্যশালায় তিনি শচীন সেনগুপ্তের 'রক্ত কাজল' (১৯২৯), মনিলাল বন্দোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গীর' (১৯২৯), মন্মথ রায়ের 'মহুয়া' (১৯২৯) ও 'কারাগার' (১৯৩০) এর মঞ্চায়নের সাথে জড়িত ছিলেন।

'রক্ত কাজলে'র জন্য নজরুল ৯ টি গান লিখে ও সুর করে তা অভিনেত্রী ও গায়িকা ইন্দুবালা, সরযুবালা এবং শেফালীকে শেখান। এই গানগুলোর মধ্যে ছিল আজও সমানভাবে জনপ্রিয় 'আসে বসন্ত ফুলবনে', 'কেউ ভোলেনা কেউ ভোলে', 'কেমনে রাখি আঁখিবারি চাপিয়া', 'মোর ঘুমঘোরে এলে মনোহর' প্রভৃতি। মনিলাল বন্দোপাধ্যায়ের 'জাহাঙ্গীর' নাটকের জন্য নজরুল দুটি গান লিখে তাতে সুর করে দেন। এই নাটকের অন্য গানগুলো নলিনীকান্ত মজুমদারের লেখা। ১৯২৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর মঞ্চস্থ মন্মথ রায়ের 'মহুয়া'র জন্য ১৫টি গান লিখে তাতে সুর দেন এবং এই নাটকের সঙ্গীত পরিচালনা করেন। এই নাটকের গানগুলো নজরুলকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে যায়। এই গানগুলোর মধ্যে 'বৌ কথা কও, বৌ কথা কও', 'ভরিয়া পরান শুনিতেছি গান', 'আজি ঘুম নহে নিশি জাগরণ' প্রভৃতি আজও সমান ভাবে জনপ্রিয়।

মন্মথ রায়ের 'কারাগার' নাটক মনমোহন থিয়েটারে প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৯৩০ সালের ২৪ ডিসেম্বর। এই নাটকের মঞ্চায়ন বাংলা নাটক মঞ্চায়নের ইতিহাসে একটা বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। এই নাটকের বিষয়বস্তু আপত্তিকর অজুহাত তুলে তদানীন্তন বৃটিশ সরকার মাত্র ১৮ টি মঞ্চায়নের পর ১৯৩১ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী নাটকটির মঞ্চায়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এ নিয়ে নাট্যকর্মী এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য ডঃ নরেন্দ্র সেনগুপ্ত আইন সভায় এ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। অবশেষে বৃটিশ সরকার এ নাটকের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন এবং ঐ একই বছর ৮ই আগস্ট পূণরায় নাটকটির মঞ্চায়ন শুরু হয়। এই নাটকের ১৮ টি গানের মধ্যে ৮টি নজরুলের এবং অবশিষ্ট গানগুলো হেমেন্দ্র রায়ের লেখা। তবে একটি ছাড়া বাকী সব গানেরই সুর দিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম। কবির 'তিমির বিদারী অলখ বিহারী কৃষ্ণ মুরারী আসিল ঐ' গানটি এই নাটকের জন্যই লেখা। মনমোহন থিয়েটারের জন্য নজরুল মরুতৃষ্ণা নামে একটি অপেরা রচনা করেন। পরে এই নাটকের নাম পাল্টিয়ে 'আলেয়া' রাখা হয় এবং 'আলেয়া' পরবর্তীতে নাট্য নিকেতনে মঞ্চস্থ হয়।

মনমোহন থিয়েটারের পরে কবি যোগ দেন নাট্য নিকেতনে। ১৯৩১ থেকে ১৯৪১ সালের মধ্যে কবি নজরুল ধ্রুবতারা (১৯৩১), সাবিত্রী (১৯৩১), কারাগার (১৯৩১), ঝড়ের রাতে (১৯৩১), আলেয়া (১৯৩১), আলাদিন (১৯৩৬), সতী (১৯৩৭), সিরাজদৌলা (১৯৩৮) এবং কালিন্দী (১৯৪১) নাটকের সাথে জড়িত ছিলেন।

'ধ্রুবতারা' নাটকে ২টি রবীন্দ্রনাথের এবং ৪টি হেমেন রায়ের গান ছিল। নজরুল হেমেন রায়ের গানগুলোতে সুর দেন এবং এই নাটকের সঙ্গীত পরিচালনা করেন। মন্মথ রায়ের 'সাবিত্রী' নাটকের গীতিকার, সুরকার এবং সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। কারাগার নাটক সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে বলে পুনরাবৃত্তি করলাম না। 'ঝড়ের রাতে' নাটকের ৪টি গানে নজরুল সুর দেন এবং এই নাটকের সঙ্গীত পরিচালনা করেন। নজরুল রচিত 'আলেয়া'কে কবি গীতিনাট্য হিসাবে উলেখ করেছেন। পূর্বেই উলেখ করা হয়েছে এ নাটক মনমোহন থিয়েটারের মালিকরা লিখিয়েছিলেন কবিকে দিয়ে। কিন্তু তা নাট্য নিকেতনে মঞ্চস্থ্য হয় ১৯৩১ সালের ১৯ শে ডিসেম্বর। নাটকের গীতিকার, সুরকার ও সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন কবি স্বয়ং। 'আলেয়া' নাটকের সভাকবি মধুশ্রবার ভূমিকায় কবি নিজে অভিনয় করেছিলেন বলে জানা যায়। 'আলাদীন' মঞ্চস্থ্য হয় ১৯৩৬ সালে। এ নাটকের নাট্যকার কাজী নজরুল ইসলাম না সুধীন্দ্র রাহা তা নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। নাটকের গানগুলো সম্পর্কেও বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।

মন্মথ রায় রচিত 'সতী' মঞ্চস্থ্য হয় ১৯৩৭ সালের ২৮ শে এপ্রিল। এই নাটকের ১০ টি গানের গীতিকার ও সুরকার ছিলেন কবি নজরুল। নজরুলের নাট্য জীবনের অমর সৃষ্টি শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজদৌলা' নাটকের ৬টি গান যার গীতিকার ও সুরকার ছিলেন কাজী নজরুল। মূল নাটকে গানগুলো ছিলো (১) আমি আলোর শিখা (২) ম্যায় প্রেম নগরকে জাউঙ্গি (৩) সখি শ্যামের পিরিতি (৪) পথ হারা পাখি (৫) পলাশী, হায় পলাশী। পরবর্তীকালে রেকর্ড নাট্যে 'সখি শ্যামের পিরিতি' গানটির স্থলে 'কেন প্রেম যমুনা আজি হল অধীর' এবং ভাটিয়াল সুরে 'নদীর একুল ভাঙ্গে ও কুল গড়ে' গান দু'টি সংযোজন করা হয়।

১৯৪১ সালের ১২ ই জুলাই মঞ্চস্থ্য তারাশংকর বন্দোপাধ্যায়ের কালিন্দী নাটকের গীতকার ও সুরকার এর দায়িত্ব পালন করেন নজরুল। ১৯৩৬ সালের ৩০ মে রঙমহল থিয়েটারে মঞ্চস্থ্য সুধীন্দ্র রাহার 'সর্বহারা' নাটকের জন্য নজরুল ৭টি গান রচনা করেন ও তাতে সুর সংযোজন করেন। ঐ একই বছর একই রঙ্গালয়ে ২৩ শে আগস্ট মঞ্চস্থ্য হয় যোগেশ চৌধুরীর 'নন্দরানীর সংসার'। এই নাটকে নাট্যকারের রচিত ৬টি গানে সুর দেন নজরুল।

১৯৩৯, ১৯৪০ ও ১৯৪১ সালে নজরুল মিনার্ভা থিয়েটারের সাথে জড়িত ছিলেন। এই তিন বছরে তিনি মহেন্দ্র গুপ্তের 'দেবী দূর্গা', মনিলাল বন্দোপাধ্যায়ের 'অন্নপূর্ণা', আশুতোষ সান্যালের 'নন্দিনী', শচীন সেনগুপ্তের 'হরপার্বতী' এবং বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের 'ব্যাক আউট' নাটকের গীতিকার ও সুরকার হিসাবে কাজ করেন। তাছাড়া দেবেন্দ্র রাহার 'অর্জুন বিজয়' নাটকে সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩৯ সালে রঘুনাথ মলিক নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি কোলকাতার কলেজ স্ট্রীটের একটি চিত্রগৃহ ভাড়া নিয়ে নাট্য ভারতী নামে এক রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য ১৯৪৪ সালেই এর অবলুপ্তি ঘটে। এই নাট্য ভারতীতে ১৯৩৯ সালের ১৯ শে অক্টোবর মঞ্চস্থ্য হয় নজরুলের পূর্ণাঙ্গ গীতিনাট্য মধুমালা।

সহায়ক গ্রন্থসমূহ ঃ

১। সাম্য ও মানবতাবাদী নজরুল - আনু মাহমুদ, ২। নজরুল ও সাময়িকপত্র- মোবাশ্বর আলী, ৩। কাজী নজরুল ইসলাম- করুণাময় গোস্বামী, ৪। সওগাত যুগে নজরুল ইসলাম- মোহাম্মদ নাসিরুদ্দিন, ৫। নজরুল জন্মশতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ- আব্দুল মান্নান সৈয়দ, ৬। শ্রেষ্ঠ নজরুল- আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত ও সংকলিত, ৭। স্মৃতিকথা-কাজী মোতাহার হোসেন, ৮। জীবনস্মৃতি- জসীমউদ্দিন, ৯। রঙ্গমঞ্চে নজরুল-অনুপম হায়াৎ, ১০। নজরুল গীতি প্রসঙ্গ-ডঃ করুণাময় গোস্বামী, ১১। কবি নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা-মুজাফফর আহমেদ, ১২। কবি নজরুল জীবন ও সাহিত্য- রফিকুল ইসলাম, ১৩। সার্বজনীন নজরুল- কাজী মহাম্মদ এহিয়া, ১৪। নজরুল সঙ্গীতের সুর- কাজী ইদরিস, ১৫। নজরুল অন্বেষা- ড. রাজিয়া সৈয়দ, ১৬। সুধিজনের দৃষ্টিতে নজরুল সঙ্গীত-আসাদুল হক, ১৭। নজরুল প্রতিভার স্বরূপ- আব্দুল কাদির, ১৮। নজরুল স্মৃতি-বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত।

অধ্যাপক জয়ন্ত সান্যাল সরকারী হরগঙ্গা কলেজের সাবেক অধ্যাপক এবং প্রবীণ সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব। রবীন্দ্র নাথ ও নজরুলের উপর তিনি ব্যাপক পড়াশোনা করেছেন।

কাজী নজরুলের ১১১ তম জন্ম জয়ন্তীতে শিল্পকলা একাডেমীর সঙ্গীতাঞ্জলী

জাতীয় ও বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১১১ তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২৫ মে, ২০১০ ইং তারিখে জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজন করা হয় সঙ্গীতাঞ্জলী। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আজিজুল আলম। নজরুলের জীবন ও কর্মের উপর আলোচনা করেন অধ্যাপক জয়ন্ত কুমার সান্যাল। শিল্পকলা একাডেমীর ক্ষুদে নৃত্যশিল্পীরা নৃত্য পরিবেশন করে। এছাড়া শিল্পকলা একাডেমীর শিল্পীবৃন্দ বিভিন্ন সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান অনুষ্ঠানে নজরুল সঙ্গীত পরিবেশন করে। আবৃত্তি পরিবেশন করেন অধ্যাপক তমাল ঘোষাল।

কালের ছবি আয়োজিত 'আলোক চিত্র প্রদর্শনী'

মুন্সীগঞ্জ ফটোগ্রাফার্স এসোসিয়েশন এবং কালের ছবি গত ২৯ এপ্রিল, ২০১০ জেলা শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণে আয়োজন করে বিক্রমপুরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য শীর্ষক আলোক চিত্র প্রদর্শনী। এখানে বিক্রমপুরের ঐতিহ্য সম্বলিত আলোক চিত্র প্রদর্শীত হয়। প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন মাননীয় জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ আজিজুল আলম।

সেতুবন্ধনের সঙ্গীতানুষ্ঠান

পুরনো বছরকে বিদায় জানাতে সেতুবন্ধন সঙ্গীত একাডেমী গত ১২ এপ্রিল, ২০১০ ইং তারিখে জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজন করে সঙ্গীতানুষ্ঠানের। মোঃ রফিকুল ইসলাম বাবুর সঙ্গীত পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সেতুবন্ধনের শিল্পীবৃন্দ সঙ্গীত পরিবেশন করে।

ভূতের মেলায় সঞ্চালকের ভূতের নাটক

গত ০৭-০৮ মে, ২০১০ পর্যন্ত বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর জাতীয় চিত্রশালায় আর্ট এক্স আয়োজিত ভূতের মেলায় ০৭ মে সঞ্চালক ভুতের নাটক প্রদর্শন করে। আলমগীর মাহমুদের পরিকল্পনা ও ফারজানা আশ্রাফীর নির্দেশনায় চমৎকার অভিনয়ের মাধ্যমে দর্শকদের মুগ্ধ করেন কবির, হ্যাপী, প্রলয়, রাব্বী, সুমাইয়া, অপু, স্মৃতি। সহযোগিতায় আঞ্জুমান আরা, আল মাকসুদ, খোশনুর, রাকিব, মিলন, কৌশিক, শরীফ, নাদীম, সাইফুল।

ভুতের নাটকের একটি আলোকচিত্র

সৌখিনের নাটক 'ওরা কদম আলী' মঞ্চায়ন

গত ২২ মে, ২০১০ ইং তারিখে জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে সৌখিন নাট্যচক্রের জনপ্রিয় নাটক 'ওরা কদম আলী' মঞ্চায়িত হয়। মামুনুর রশীদের রচনা নাটকটি নতুন নির্দেশনা দিয়েছেন হুমায়ূন কবির। নাটকটি সর্বপ্রথম ৮৩ সালে তারিখে মঞ্চায়িত হয়েছিল। এতে অভিনয় করেন হুমায়ূন কবির, রুহুল আমিন ঝিলিক, নিশাত নাজনিন পান্না, মাস্টার আকিব, মোহাম্মদ নাছিম, মোঃ গিয়াসউদ্দিন মুন্সী, সুভাষ চন্দ্র শীল, এস এম দেলোয়ার হোসেন, রেবেকা সুলতানা হামিদা, শুভংকর বিশ্বাস, মোঃ দেলোয়ার হোসেন, আব্দুল কাইয়ুম রতন, রফিকুল

ব্যতিক্রম সুর নিকেতনের চৈত্র সংক্রান্তি ও বর্ষ বরণ

জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করছে শিল্পীবৃন্দ

ব্যতিক্রম সুর নিকেতন ১৩ এপ্রিল, ২০১০ ইং তারিখে হাই স্কুল প্রাঙ্গণে আয়োজন করে চৈত্র সংক্রান্তি ও বর্ষ বরণ অনুষ্ঠানের। ব্যতিক্রম সুর নিকেতনের শিল্পীদের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানের। শিল্পী মো: জাহিদ হোসেন নিরব এর সঙ্গীত পরিচালনায় অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে দর্শকদের মুগ্ধ করেন শিশু শিল্পী নিলীমা, নিবিড়, আনমনা, জয়া, ফারাজ, নিরব, মাসুম, গাজী স্যার, জাহাঙ্গীর, আঞ্জুমান আরা, আহমেদ ইউসুফ, মাকসুদ (পাট্টু) ও রাকিবুল হাসান। বাউল গান পরিবেশন কঙ্গালী রশিদ ও তার দল। রাত ১২.০১ মিনিটে 'এসো হে বৈশাখ' এসো এসো এ গানের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয় বৈশাখকে। পরে উচ্চারণ মিউজিক্যাল ব্যান্ড দল পরিবেশন করে ব্যান্ড সঙ্গীত। অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনা করেন ফারজানা আশ্রাফী ও আলমগীর মাহমুদ। ব্যতিক্রম এ অনুষ্ঠানে প্রচুর দর্শকের সমাগম ঘটে।

বিশ্ব শিশু নাট্য দিবসে সঞ্চালকের 'বনের রাজা' মঞ্চায়ন

গত ১৭ মার্চ, ২০১০ ইং তারিখে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশন আয়োজিত বিশ্ব নাট্য দিবসে সঞ্চালক তাদের শিশু নাটক 'বনের রাজা' মঞ্চায়ন করে। আলমগীর মাহমুদ রচিত ও ফারজানা আশ্রাফী নির্দেশিত এ নাটকে অভিনয় করে তানভির হাসান, সুমাইয়া আক্তার, হ্যাপী সমার্দ্দার, মো: শরীফ হোসেন ও সাবিদ।

সম্মাননা পেলেন আলমগীর মাহমুদ

চন্দ্রকলা থিয়েটার তাদের প্রতিষ্ঠার পঞ্চম বার্ষিকীতে ০৭ হতে ১৩ মার্চ পর্যন্ত আয়োজন করে সপ্তাহ ব্যাপী তামাশা নাট্য সপ্তাহ। এ লক্ষ্যে ১৩ মার্চ, ২০১০ ইং তারিখে সূত্রাপুরের জহির রায়হান সংস্কৃতি কেন্দ্রে নাট্য সপ্তাহের শেষ দিনে সম্মাননা প্রদান করা হয় সঞ্চালকের প্রতিষ্ঠাতা, নাট্যকর্মী আলমগীর মাহমুদকে। ঢাকার বাইরে নাট্যচর্চায় বিশেষ অবদান রাখায় তাকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ উৎসবে নাট্যজন কেরামত মাওলা এবং নাট্যকার ম. আ. সালামকেও সম্মাননা জানানো হয়।

বিটিভিতে সঞ্চালক এবং অনিয়মিত এর শিশু নাটক রেকর্ডিং

বিটিভির কিশোর মঞ্চের আওতায় মুন্সীগঞ্জের অনিয়মিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর শিশু নাটক 'প্রকৃতির কান্না' রেকর্ডিং ও প্রচারিত হয়। গত ২৭ মে,২০১০ ইং তারিখে সঞ্চালক নাট্যচর্চা কেন্দ্রের শিশু নাটক 'খেলা' রেকর্ডিং করা হয়। নাটকটি ১২ জুন, ২০১০ ইং তারিখ সকাল ৯.০০ ঘটিকায় প্রচারিত হয়।

সঞ্চালকের আয়োজনে শুরু হচ্ছে মৌলিক মঞ্চ নাটক প্রতিযোগিতা। যোগাযোগ ০১৯১৬-৯৫১১১৬ , ই-মেইল ঃ soncha@aitlbd.net/mahmud8@aitlbd.net

সম্পাদকের কথা

ঢাকার বেগুনবাড়িতে ভবন ধ্বসে এবং পুরনো ঢাকার নিমতলীতে ইতিহাসের ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে নিহতদের স্বরণে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি। পাশাপাশি সমবেদনা জানাচ্ছি শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি।

সম্প্রতি ভারতে বেরিলি (ইউপি) তে শিশু নাটক মঞ্চায়ন করে এলো সঞ্চালক নাট্যচর্চা কেন্দ্র। মুন্সীগঞ্জের নাট্যচর্চায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সঞ্চালকের নিয়মিত প্রকাশনা 'নাট্য-সংস্কৃতি পত্র'। এ পর্যন্ত ০৫ টি সংখ্যা আমরা প্রকাশ করেছি এবং প্রতিটি সংখ্যায় চেষ্টা করেছি মুন্সীগঞ্জের নাট্যাঙ্গনের সংবাদ প্রকাশের।

এ সংখ্যায় নজরুলের মঞ্চ নাটক বিষয়ক একটি লেখাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সকলের ভাল লাগবে আশা করি। আগামী সংখ্যা থেকে দেশের বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্বদের লেখা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ঢাকার বাইরের নাটকের দলের সংবাদ প্রকাশ এ সংখ্যা থেকে শুরু হলো। আমরা চেষ্টা করবো ঢাকার বাইরের নাটকের দলের সংবাদ গুরুত্ব সহকারে প্রকাশের।

-আঞ্জুমান আরা

জেলা প্রশাসনের বৈশাখী উৎসব

বৈশাখের প্রভাতে মঙ্গল শোভাযাত্রা

জেলা প্রশাসন ১৩, ১৪ ও ১৫ এপ্রিল,২০১০ তিন ব্যাপী আয়োজন করে বৈশাখী উৎসবের। ১৩ এপ্রিল, ২০১০ তারিখে জেলা শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গনে আয়োজন করা হয় পালা গান। পালা গান পরিবেশন করে আবুল সরকার ও আকলিমা সরকার। ১৪ এপ্রিল, ২০১০ সকালে জেলা শিল্পকলা একাডেমী প্রাঙ্গণ থেকে বের হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। সর্বস্তরের জনগন শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। সকালে টেনিস ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখী গানের আসর। মুন্সীগঞ্জের বিভিন্ন শিল্পী এখানে সঙ্গীত পরিবেশন করে। বিকেলে শিল্পকলা একাডেমীর বৈশাখী মঞ্চে সঞ্চালক নাট্যচর্চা কেন্দ্র পরিবেশন করে লোকজ নাটক 'কমলা সুন্দরীর পালা'। ময়মনসিংহ গীতিকা থেকে নাটকটি রূপান্তর করেছেন আলমগীর মাহমুদ ও নির্দেশনা দিয়েছেন আঞ্জুমান আরা। প্রচুর সংখ্যক দর্শক নাটকটি উপভোগ করেন। এরপর ফরিদপুর থেকে আগত বাউল দল বাউল গান পরিবেশন করে। ১৫ এপ্রিল, ২০১০ বৈশাখী মঞ্চে কাঙ্গাল রশিদ ও তার দল এবং রিজিয়া বিক্রমপুরি ও তার দল বয়াতি গান পরিবেশন করে। এছাড়া হাই স্কুল মাঠে চলে পান্তা ভোজন।

র‍্যালীতে সঞ্চালকের অংশগ্রহণ

ঘাষফুলের সাঁইত্রিশ বছর ; সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বক্তব্য রাখছেন জনাব সাইফুল ইসলাম খান স্বপন

ঘাষফুল নদী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর ৩৭ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ০৭ মে, ২০১০ ইং তারিখে জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে আয়োজন করা হয় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঘাষফুলের প্রতিষ্ঠাতা ও অগ্রণী ব্যাং লি: অফিসার্স এসোসিয়েশন এর কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জনাব মো: ইকবাল হোসেন। সংগঠনের প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত অনেক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। প্রথম পর্বের আলোচনার পর সঙ্গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পর সঞ্চালক নাট্যচর্চা কেন্দ্র আলমগীর মাহমুদের রচনা ও ফারজানা আশ্রাফীর নির্দেশনায় শিশু নাটক 'খেলা' মঞ্চায়ন করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে বর্তমান সাধারণ সম্পাদক জনাব সাইফুল ইসলাম খান স্বপন সংগঠনের অতিতের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরেন।

নৃত্য পরিবেশন করছে দুই ক্ষুদে শিল্পী

উদীচী, মুন্সীগঞ্জ জেলা সংসদের মহান মে দিবস পালিত

উদীচী, মুন্সীগঞ্জ জেলা সংসদ মহান মে দিবস উপলক্ষ্যে গত ০১ মে, ২০১০ ইং তারিখে কাচারী ঘাটস্থ বালুর মাঠ প্রাঙ্গণে আয়োজন করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। উদীচী, মুন্সীগঞ্জ জেলা সংসদের শিল্পীবৃন্দ অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে। এছাড়া থিয়েটার সার্কেল জাহাঙ্গীর আলম ঢালীর রচনায় ও বিন্দু সরকারের নির্দেশনা 'তেভাগা' নাটক প্রদর্শন করে।

সম্মিলিত নৃত্য পরিষদের নৃত্যানুষ্ঠান

গত ২২ মে,২০১০ তারিখ, সন্ধ্যা ৭.০০ টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে সম্মিলিত নৃত্য পরিষদের তৃতীয় প্রতিষ্ঠান বার্ষিকী উপলেক্ষ্যে আয়োজন করা হয় নৃত্যানুষ্ঠানের। মেহেদী, সুমি ও মনিরের নৃত্য পরিচালনায় নৃত্যপরিষদের শিল্পীবৃন্দ অনুষ্ঠানের নৃত্য পরিবেশন করে।

প্রকাশক ঃ আলমগীর মাহমুদ, সম্পাদক ঃ আঞ্জুমান আরা, শিরোনাম অংকন ঃ ম. শফিক, কম্পোজ এবং ডিজাইন ঃ ইমোশন।
যোগাযোগ ঃ গণসদন, মালপাড়া, মুন্সীগঞ্জ-১৫০০, ফোন ঃ ০১৯১৬-৯৫১১১৬/০১৮১৯-১২৯৪৯২, ই-মেইল ঃ soncha@aitlbd.net